হোরেসের আর্স পোয়েটিকা

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টীকাভাষ্য-সংবলিত বাংলা রূপান্তর

বদিউর রহমান

ঐতিহ্য

বাংলাদেশের তিন মুক্তমনা ব্যক্তিত্ব

কবি বেগম সুফিয়া কামাল
কবি শামসুর রাহমান
অধ্যাপক কবীর চৌধুরী

প্রসঙ্গ কথা

'হোরেসের আর্স পোয়েটিকা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে।

সাহিত্য-তত্ত্বালোচনায় হোরেসের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এরিস্টটলের পরই তাঁর স্থান। স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য-তত্ত্বালোচনার ধারাবাহিকতায় হোরেসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাহিত্য-শিক্ষার্থীর কাছে এর গুরুত্ব চিরায়ত।

দীর্ঘদিন হাতের কাছে না পেয়ে অনেক বন্ধু-সুহৃদ ও শিক্ষার্থী বইটি সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করায় বর্তমান উদ্যোগ। দীর্ঘ দুই দশক পার হওয়ার পর পুনঃপ্রকাশ। প্রকাশনার ধারাবাহিকতায় এটি তৃতীয় সংস্করণ।

বর্তমান সংস্করণে বেশকিছু সংস্কার করা হয়েছে। সংস্কার করা হয়েছে হোরেসের সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে, বাদ দেওয়া হয়েছে 'নির্ঘণ্ট' অংশটি।

পূর্বের মতো বর্তমান সংস্করণও সাহিত্য-শিক্ষার্থী এবং পাঠক-সাধারণের কাছে গ্রহণীয় হবে বলে বিশ্বাস।

'হোরেসের আর্স পোয়েটিকা' প্রকাশে আগ্রহী হওয়ায় ঐতিহ্য প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী সুহৃদ আরিফুর রহমান নাইমকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বদিউর রহমান
১০ নভেম্বর ২০২৩
৮২ সেন্ট্রাল রোড
ঢাকা-১২০৫

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

১৬ ডিসেম্বর ২০০২

হোরেসের আর্স পোয়েটিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৬-এ। আশাতীত স্বল্প সময়ে এর সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়া সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী তথা সাধারণ পাঠকের কাছে হোরেসের প্রয়োজনীয়তারই স্বীকৃতি। সেই প্রয়োজনীয়তার কারণেই দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্যোগ। এই সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার করা হয়েছে। সেই সাথে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে একটি নির্ঘণ্ট। যা সচেতন পাঠককে আরও আকৃষ্ট করবে বলেই বিশ্বাস।

হোরেস অনুবাদ হাতে পেয়ে যারা উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আবু জাফর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুব সাদিক প্রমুখের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে উৎসাহ দেখিয়ে গতিধারার স্বত্বাধিকারী সিকদার আবুল বাশার প্রকাশনা ক্ষেত্রে তাঁর রুচিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। প্রথম সংস্করণের মতো বর্তমান সংস্করণও ছাত্র-ছাত্রী তথা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে, এই প্রত্যাশা।

বদিউর রহমান
বাংলা বিভাগ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ
দৌলতপুর, খুলনা।

নিবেদন

প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচনার ধারায় এরিস্টটলের পরই হোরেসের অবস্থান। বাংলা ভাষায় হোরেস আজ প্রায় অনুপস্থিত। অথচ সাহিত্য সমালোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে বাঙালি পাঠকদের নাগালে হোরেসের প্রয়োজনীয়তা প্রায় অপরিহার্য। এ প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান প্রয়াস।

হোরেস এবং তাঁর আর্স-পোয়েটিকা আমাদের হাতের কাছে নেই বললেই চলে। ইতিপূর্বে যে দু-একটা কাজ হয়েছিল তাও আজ দুষ্প্রাপ্য। তাই বর্তমান কাজ করতে নির্ভর করতে হয়েছে কেবল টি. এস. ডোরস্-কৃত ইংরেজি অনুবাদের ওপর। মূল আর্স পোয়েটিকা ল্যাটিন ভাষায় কাব্যে লেখা, আর. টি. এস. ডোরস্-এর অনুবাদ বর্তমান বই।

অনুবাদে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দের দিকেই লক্ষ রাখা হয়েছে। বিষয়টিকে সহজে পাঠকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে পরিচিত এবং প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এবং টীকাভাষ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি।

হোরেসের জীবনী, কবিকীর্তি, আর্স পোয়েটিকা সম্বন্ধীয় আলোচনা– এসবের জন্য নির্ভর করতে হয়েছে একাধিক কোষ গ্রন্থের ওপর। ফলে দীর্ঘদিন কাজ করতে হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে; বিশেষ করে ব্রজমোহন কলেজ ও বরিশাল মহিলা কলেজের গ্রন্থাগারে। ব্রজমোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক জনাব আবদুর রব ও সহকারী হারুন-অর-রশীদ গ্রন্থাগার ব্যবহারে অকৃপণ সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ বন্ধুবর আ. ব. নূরুল হক তাঁর কালেজ- গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং গ্রন্থাগারিক ওমেদা বেগম ও তাঁর সহকর্মীরা যারপরনাই সহযোগিতা করেছেন। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

নানাভাবে সাহায্য পরামর্শ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন ব্রজমোহন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অনিল কুমার চক্রবর্তী ও সুহৃৎ সহকর্মী অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুর রহিম। বন্ধু অধ্যাপক (চাখার ফজলুল হক কলেজ) অনুতোষ ঘোষ আগের মতো তাঁর সময় ও শ্রম দিয়ে অনুবাদের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে বইয়ের সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। এঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সবশেষে পাঠক, বিশেষ করে শিক্ষার্থীরাই এই বই পড়ে হোরেস তথা সাহিত্য-সমালোচনার ধারা সম্পর্কে উৎসাহী হবে, এই প্রত্যাশা।

বদিউর রহমান
বাংলা বিভাগ
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬
ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল

সূচি

হোরেস ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১৫
কাব্য প্রতিভা ১৮
প্রসঙ্গ : আর্স পোয়েটিকা ২৩
আর্স পোয়েটিকা (বাংলা রূপান্তর) ৩৫
টীকাভাষ্য ৫১
গ্রন্থপঞ্জি ৭৮

হোরেস ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

এরিস্টটলের পর দুই শতাব্দীরও বেশি সময় যাবৎ এথেন্সে তেমন কোনো সাহিত্যচর্চার সন্ধান পাওয়া যায় না। এসময়ে স্ট্রাবো, প্লুটার্ক, ডায়োজেনিস, লাইরটাস প্রমুখের হাতে ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অলংকার, অভিধান প্রভৃতি চর্চার প্রমাণ পাওয়া গেলেও আগের মতো এথেন্স আর সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইল না। ক্রমে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হলো রোম। ফলে এর ভাষাও গ্রিক রইল না, হলো ল্যাটিন।

রোমানরা সাহিত্য সমালোচনায় নতুন কোনো পথ নির্দেশনা না দিয়ে বরং গ্রিক আদর্শকেই অনুসরণ করলেন। তাঁরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন গ্রিক আদর্শের একনিষ্ঠ অনুকরণই সাহিত্যিকের একান্ত কর্তব্য। প্রখ্যাত রোমান রাজনীতিক ও বাগ্মী সিসিরো (খ্রিষ্টপূর্ব ১০৬-৪৩) সাহিত্য বিচারের কিছু ধারণা দিলেও তিনি সাধারণভাবে গ্রিক মতাদর্শই অবলম্বন করেছেন। তাঁর ডি ওরাটোর (De Oratore) গ্রন্থে এরিস্টটল প্রদর্শিত মতের বাইরে তিনি এতটুকুও যাননি।

রাজনৈতিকভাবে গ্রিসে রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও (১৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রোমানরা গ্রিকদের অনুসারী হয়েই রইলেন। এসময় আর যেসব রোমান সমালোচকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে অনেকে তীক্ষ্ণ রসবোধ সম্পন্ন হলেও বিরাট প্রভাবশালী গ্রিক আদর্শের বাইরে তাঁরা চলতে পারেননি এতটুকুও।

গ্রিক আদর্শ অনুসারী এসব রোমান সমালোচকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় হোরেসের (খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫-০৮ অব্দ)। যাঁর পুরা নাম কুইন্টাস হোরাটিয়াস ফ্লাক্কাস (Qnintus Horatius Flaccus)।

সাহিত্য সমালোচনার ধারায় এরিস্টটলের পর হোরেসকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। কারণ, এরিস্টটলের 'পোয়েটিকস'-এর পরে হোরেসের

'আর্স পোয়েটিকা' (Ars Poetica) যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত সমালোচনাতত্ত্ব বা কাব্যনির্মাণতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ।

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে হোরেস এরিস্টটলের পথ ধরেই এগিয়েছেন। হোরেস ছিলেন একই সঙ্গে কবি এবং কাব্যতাত্ত্বিক। ফলে পূর্ববর্তী প্লেটো কিংবা এরিস্টটল থেকে হোরেসের কাব্য বিচার পদ্ধতি এবং এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র।

হোরেস খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫ অব্দের আটই ডিসেম্বর ইতালির দক্ষিণ-পূর্বে ভেনাসিয়া অথবা তার আশপাশের কোনো স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এ স্থানটিকে অনেকে এপুলিয়া ও লুসানিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা বলে মনে করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন মুক্ত ক্রীতদাস। ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ভেনাসিয়ায় রাজস্ব অথবা নিলামি অর্থ আদায়কারীর ছোট চাকরি গ্রহণ করেন। তার আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। তিনি যে সামান্য জমির মালিক ছিলেন তাও ছিল অনুৎপাদিত। পুত্রকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে রোমের বিখ্যাত স্কুল শিক্ষক অরবিলিয়াস পুপিলাস-এর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকালেই তিনি তাঁকে (হোরেসকে) দর্শন শিক্ষার জন্য এথেন্সে পাঠিয়ে দেন। এথেন্সে হোরেস বিভিন্ন একাডেমিতে গ্রিক দর্শন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ল্যাটিন এবং গ্রিক উভয় ভাষাতেই তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সময়েই তিনি গ্রিক ভাষায় কাব্য রচনা শুরু করেন। কথিত আছে, রোমের কুলদেবতার স্বপ্নাদেশে হোরেস গ্রিক ভাষায় কাব্য রচনা থেকে বিরত হয়ে ল্যাটিন ভাষায় কাব্য রচনায় ব্রতী হন। এরপর থেকে আমৃত্যু তিনি মনেপ্রাণে একজন রোমীয় হিসেবে ল্যাটিন ভাষায় কাব্য সাধনা করেন; এবং এক সময় ল্যাটিন ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন।

তাঁর এথেন্স অবস্থানকালে আততায়ীর হাতে জুলিয়াস সিজার নিহত হন। এ সময় যখন তিনি ম্যাসিডোনিয়ায় যাচ্ছিলেন তখন ব্রুটাস তাকে রিপাবলিকান সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। হোরেস সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফিলিপ্পির রণক্ষেত্রে যোগদান করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৪২ অব্দে ফিলিপ্পির যুদ্ধে ব্রুটাস ও তাঁর বাহিনী পরাজিত হন। ফলে হোরেস বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। পরবর্তীতে তাঁর ইতালির বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলেও তিনি রোমে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পান এবং সেখানে বন্ধুবান্ধবদের সহযোগিতায় সরকারি খাজাঞ্চিখানায় কেরানির

চাকরিলাভ করেন। পরে তিনি বন্ধু ভার্জিল এবং ডেরিয়াসের সহযোগিতায় সাহিত্যানুরাগী মেইসেনাস-এর সঙ্গে পরিচিত হন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মেইসেনাসের সহায়তায় তিনি টিভোলির কাছে একখণ্ড সুন্দর জমি পান এবং সেইসঙ্গে আরও নানা সুযোগসুবিধা লাভ করেন। সম্রাট অগাস্টাসের কাছ থেকে ব্যাপক রাজানুকূল্য লাভ করেও বেশ কিছু বছর তিনি রাজশক্তির কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। পরে তিনি অগাস্টাসের বন্ধুত্ব এবং আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বহু বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন। তাঁর বন্ধু মেইসেনাসের মৃত্যুর মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে খ্রিষ্টপূর্ব আট অব্দের সাতাশে নভেম্বর সাতান্ন বছর বয়সে হোরেস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হোরেস ছিলেন রোম সাম্রাজ্যের প্রথম পেশাদার লেখক; এবং তিনি ছিলেন লেখকের স্বাধীনতা প্রত্যাশী। ভার্জিলের পর তাঁকেই রোমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

কাব্য প্রতিভা

হোরেস ছিলেন মূলত কবি। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত পুস্তকগুলোর পরিচয় পাওয়া যায় :

১. এপোডেস (Epodes) খ্রিষ্টপূর্ব পঁয়ত্রিশ অব্দ
২. স্যাটায়ার্স (Satires) প্রথম খণ্ড খ্রিষ্টপূর্ব ত্রিশ অব্দ
৩. স্যাটায়ার্স (Satires) দ্বিতীয় খণ্ড খ্রিষ্টপূর্ব ত্রিশ অব্দ
৪. ওড্স (Odes) প্রথম খণ্ড খ্রিষ্টপূর্ব তেইশ অব্দ
৫. ওড্স (Odes) দ্বিতীয় খণ্ড খিষ্টপূর্ব তেইশ অব্দ
৬. ওড্স (Odes) তৃতীয় খণ্ড খিষ্টপূর্ব তেইশ অব্দ
৭. এপিস্টেলস (Epistles) প্রথম খণ্ড খ্রিষ্টপূর্ব বিশ অব্দ
৮. হাজার বছরের গান (Carmen Saeculare) খ্রিষ্টপূর্ব সতেরো অব্দ
৯. ওড্স (Odes) চতুর্থ খণ্ড খ্রিষ্টপূর্ব চৌদ্দ অব্দ
১০. এপিস্টেলস (Epistles) দ্বিতীয় খণ্ড খ্রিষ্টপূর্ব বারো থেকে আট অব্দ

এই এপিস্টেলস এর শেষ অংশটি পৃথকভাবে 'আর্স পোয়েটিকা' নামে পরিচিত বলে অনেকে মনে করেন। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ওডসই তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

হোরেসের প্রায় ত্রিশ বছরের সাহিত্য জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে ফিলিপ্পি থেকে রোমে আসার পরই তাঁর সাহিত্য জীবনের দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে স্বীয় কাব্য বৈশিষ্ট্যে তিনি চরম সার্থকতা লাভ করেন এবং তৃতীয় বা শেষ পর্বে তাঁর সৃজন ও কল্পনাশক্তির চূড়ান্ত উৎকর্ষ ঘটে।

প্রথম পর্ব. ব্যঙ্গকবিতা বা স্যাটায়ার ও গীতিকবিতা : হোরেস ব্যঙ্গ কবিতা বা স্যাটায়ার-এর দুটি খণ্ড রচনা করেন যথাক্রমে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫ ও ৩০ অব্দে, আর এপোডেস বা গীতিকবিতা রচনা করেন সমগ্র দশকব্যাপী।

প্রাথমিক পর্বে হোরেসের কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। এ সময়ে তিনি দুইটি পৃথক ধারার কাব্য রচনা-নিরীক্ষায় মনোনিবেশ করেন। প্রথমত অপেক্ষাকৃত ঢিলেঢালা ছন্দে ষট্‌মাত্রিক কাব্য রচনা করেন, যা কিছুটা আধুনিক গদ্য রচনার কাছাকাছি। কাহিনি বর্ণনা এবং কাব্যিক স্বতঃস্ফূর্ততার পক্ষে তার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা থেকে তিনি প্রায় শত লাইনব্যাপী যুক্তি দেখান। রোমানরা একে স্যাটুরা (Satura) বলে অভিহিত করত। হোরেস এই রীতিকে সমসাময়িক সময়ের প্রচলিত রীতির প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেননি। অগ্রজ লুসিলিয়াসের অযত্ন লালিত রচনা বিন্যাস এবং প্রকাশের দুর্বিনীত রীতির পরিবর্তে উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তনে হোরেস যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন। কারণ, লুসিলিয়াসের মৃত্যুর অর্ধশতাধিক বছর পরেও তার প্রবর্তিত পদ্ধতিই ল্যাটিন সাহিত্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক্ষেত্রে হোরেস ছিলেন সৎ ও নিষ্ঠাবান। তাঁর সততা ছিল প্রশ্নাতীত এবং অকৃত্রিম।

তাঁর ব্যঙ্গকবিতার প্রথম খণ্ড থেকে জানা যায়, তিনি কবিতার চেয়ে গদ্যের দিকে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই পর্বেই আবার হোরেস মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির যথোপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে কবিতাকে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

হোরেসের ব্যঙ্গকবিতার প্রথম খণ্ডে দশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে দুটি সাহিত্য সমালোচনাবিষয়ক, চারটি প্রচলিত রুচিশীল দর্শনের আনুগত্য বিষয় সম্বন্ধে বাস্তবভিত্তিক অথচ স্থূল কিছু উপদেশ, আর বাকি চারটি চরিত্র ও কাহিনির ঢিলেঢালা বর্ণনাত্মক বিবরণ : যা হোরেসের এই পর্বের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। ব্যঙ্গকবিতার দ্বিতীয় খণ্ডে আটটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। নাট্য নির্মাণের নানা কৌশল এবং প্রচলিত রোমান কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতাগুলোতে। তিনি তাঁর মতামতের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এই সংকলনে। যাকে রোমানরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ বলেও মনে করত।

এই পর্বের দ্বিতীয় কাব্য গীতিকবিতা সংকলন এপোডেস (Epodes)। প্রতিটি ১৬ থেকে ১০২ লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত সতেরোটি কবিতার সংকলন এটি। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম অথবা সপ্তম শতকের বিখ্যাত গ্রিক কবি আর্কিলোকাসের আয়াম্বিক ছন্দে রচিত কবিতার অনুকরণে এগুলো রচিত। ল্যাটিন সাহিত্যের সমসাময়িক ধারাকে অতিক্রম করার উদ্দেশ্যেই বোধকরি হোরেস এই আদর্শের অনুসরণ করেছিলেন। অগ্রজ ক্যাটুল্লাস, হোরেসের জন্মের দশ বছরের মধ্যেই যাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাঁর প্রভাব গ্রহণীয় না হলেও অস্বীকার করা যায় না। হোরেস নিজেকে ক্যাটুল্লাস-এর

প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই ক্যাটুল্লাস প্রদর্শিত আয়াম্বিক ছন্দে কবিতা লেখার পথ পরিহার করেন। তাঁর অধিকাংশ গীতিকবিতায় অদ্ভুত ভয়ংকর বিষয়াদি লঘু চালে পরিবেশিত হয়েছে ; যার মধ্য দিয়ে প্রশংসনীয় কৃতিত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে। হোরেসের এই কবিতায়ই প্রথম কোনো রাজনৈতিক বিষয়ের আবেগপূর্ণ বিবরণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কবি নিজেই ব্যঙ্গকবিতার চেয়ে গীতিকবিতা সংকলনের অসুবিধার কথা স্বীকার করেছেন। সংকলিত ১৭টি কবিতার মধ্যে ১১, ১৩, ১৪ ও ১৫ সংখ্যক এই চারটি কবিতা অন্যান্য কবিতা থেকে ভিন্নতর এবং পূর্ববর্তী ল্যাটিন গীতিকবিতা থেকে উন্নতমানের বলে সমালোচকরা মত প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব. ওড্‌স এবং পত্রকাব্য : হোরেসের ওড্‌স এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ২৩ অব্দে একই সাথে প্রকাশিত হয়। প্রায় সমসাময়িক সময়েই প্রকাশিত হয় পত্রকাব্যের প্রথম খণ্ডটি। এই পর্বেই হোরেস কাব্য প্রতিভার শিখরে উন্নীত হন। এই সময়েই তিনি সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নেন। এই সময়টি ছিল ৩০ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসানের পর রোমান জাতির পুনর্জাগরণের সময় এবং একসিয়াম যুদ্ধের সাত কি আট বছর পরের ঘটনা। তখন হোরেসের বন্ধু ভার্জিল ছিলেন জাতীয় কাব্য রচনায় ব্যতিব্যস্ত। এই ঘটনাসমূহ হোরেসের কাব্যিক মনোনিবেশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ওড্‌স এর তিনটি খণ্ডে মোট ৮৮টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর অধিকাংশই ১৬ থেকে ৫০ লাইনের মধ্যে রচিত। ১৬ লাইনের চেয়ে ছোট এবং ৫০ লাইনের চেয়ে বড় আকারের কিছু কবিতাও স্থান পেয়েছে এই সংকলনত্রয়ীতে।

হোরেসের এই পর্বের এক-তৃতীয়াংশ ওড্‌স প্রচলিত রীতিতে রচিত হলেও তার সাথে উপদেশ, উৎসাহ এবং দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলনের সংমিশ্রণ ঘটেছে যথেষ্ট। এগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বের ভাবও সুস্পষ্ট।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ওড্‌স প্রেমবিষয়ক। তবে অগ্রজ কবি ক্যাটুল্লাস বা প্রোপারটিয়াস এর প্রেমগাথা থেকে হোরেসের প্রেমের কবিতা কিছুটা ভিন্নতর। পূর্ববর্তী কবিরা যেখানে কোনো ঘটনার একক আবেগ অবলম্বন করে প্রেমগাথা রচনা করেছেন; হোরেস সেখানে বিচিত্র ভাবের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর প্রেমের কবিতায়। বাস্তবধর্মী ও মানবিকতা তাঁর কবিতার অন্যতম গুণবৈশিষ্ট্য। এজন্যই তিনি অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। প্রচলিত বিদ্রুপাত্মক কবিতার ক্ষেত্রে হোরেস একাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। প্রথমত, তিনি একক ক্ষুদ্র ঘটনার পরিবর্তে দীর্ঘ যৌগিক কাব্য রচনা করেন এবং দ্বিতীয়ত, দৃশ্য

বর্ণনার তির্যক বক্ররীতি প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কবিতা যেন তার হাতে ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। পাঠককে সেই ধাঁধার মধ্য থেকে ডুবুরির মতো প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে। কোনো বিষয়কে সরাসরি উপস্থাপনার পরিবর্তে ইঙ্গিত দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। কবিতায় নাটকীয়তা, তাঁর আর এক বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো দার্শনিক কবিতা কবির বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে বরং নাটকীয় স্বগত সংলাপে পরিণত হয়েছে। বাদ বাকি ওড্‌সগুলোতে তিনি দেবদেবীর স্তবগানসহ নানা বিচিত্র বিষয় উপস্থাপনার প্রয়াস পেয়েছেন।

সব মিলিয়ে হোরেস ওড্‌স রচনায় ব্যক্তিগত অনুভূতি মিশ্রিত রীতি প্রয়োগে সার্থকতার শিখরে আসীন হয়েছেন। অধিকাংশ কবিতাই রচনা করেছেন তিনি খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের গ্রিক কাব্য রীতির চার লাইনের স্তবকে। ওড্‌স রচনাক্ষেত্রে হোরেস ছন্দ-মাত্রা ইত্যাদি ব্যবহারে নানা সার্থক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন, যা তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে ধ্রুপদী কবির আসনে।

ষট্‌পদী ছন্দে রচিত কুড়িটি পত্রকাব্য বা এপিস্টেলস (Epistels) -এর সংকলন প্রকাশিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব ২০ অব্দে। ৪৪ বছর বয়স্ক হোরেস এসময়ে নিজেকে 'সূর্য আসক্ত বদমেজাজি সরল ও রসবোধহীন ক্ষুদ্র মানুষ' বলে অভিহিত করেছেন। পত্র-কবিতাগুলো অনেক ক্ষেত্রে ব্যঙ্গকবিতার কাছাকাছি ছিল। অগ্রজ ক্যাটুল্লাসের কাব্য এবং চিকেরো-র গদ্যরচনার সাথেও এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কখনো এগুলো যেন ব্যক্তিগত সংক্ষিপ্ত হালকা চিঠির রূপ ধারণ করেছে। কতগুলো আবার পূর্ববর্তী হালকা ঢিলেঢালা রীতিরই অনুকৃতি। আবার কতগুলো বাস্তব জীবন দর্শনের ভাব প্রকাশক। এগুলোর রচনারীতি অত্যন্ত উন্নতমানের বলে সমসাময়িক এবং পরবর্তী সমালোচকরা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এই পর্বের রচনার বাক্যবিন্যাস সাদাসিধা, অলংকার বর্জিত অথচ উচ্চ ভাবব্যঞ্জক। অনেকে অবশ্য এর কাব্যিক গুণাবলির অভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় পর্ব : ওড্‌স, গীতিকবিতা ও পত্রকাব্য, ওড্‌স- এর চতুর্থ পর্ব, হাজার বছরের গান (Carmen Saeculare) এবং পত্রকাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড এই পর্বের কাব্যকীর্তি। হোরেসের এই পর্বের সাহিত্যকীর্তি প্রকাশিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১২ থেকে ০৮ অব্দে অর্থাৎ প্রায় জীবন সায়াহ্নে। এই পর্বের ওড্‌স হোরেসকে রোমের প্রতিষ্ঠিত কবি হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। এই

কবিতাগুলো ছিল যথেষ্ট উঁচুমানের এবং কঠিন। উঁচুমানের জন্য কবিতাগুলো শিক্ষিত রোমীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৭ অব্দে রোমে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত সংগীত রচনার ভার পড়ে হোরেসের উপর। এই সংগীতের মাধ্যমে তিনি ব্যাপক পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বরং বলা যায়, এই আনুষ্ঠানিক সংগীত রচনা হোরেসের জীবনে এক নবযুগের সূচনা করে।

হাজার বছরের গান বা কারমেন সায়েকুলারি (Carmen Saeculare) স্যাফিকস্ (Safix) অনুকরণে রচিত গীতিকবিতা বিশেষ। একে অনেক সমালোচক 'যথেষ্ট পরিশ্রমের ফসল' বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলো যেন যথাযথ দেবদেবীর কাছে যথার্থ নিবেদন। কাব্যিক মূল্যের চেয়ে আনুষ্ঠানিক স্তবগাথা হিসেবেই এর মূল্য বেশি স্বীকৃত।

ওড্স-এর চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় রোম-সম্রাট অগাস্টাসের প্রস্তাবে। এই সংকলনটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এর কিছু কবিতা তেমন উঁচুমানের নয়, আবার কিছু কবিতা বেশ রাজসিক বলে সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন। সম্রাট অগাস্টাসের প্রশস্তি কীর্তনই এই সংকলনের মূল বিষয়। এই পর্বে হোরেসের তিনটি দীর্ঘ পত্রকাব্যও প্রকাশিত হয়। এগুলোতে কমবেশি সাহিত্য সমালোচনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর তৃতীয় বা শেষটিই পরবর্তীতে 'আর্স-পোয়েটিকা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

হোরেসের কবিতাবলিকে বিষয়ভিত্তিক ভাগ করলে অন্তত ছয় রকমের রচনা চোখে পড়ে। যেমন : প্রেমবিষয়ক, বন্ধুত্ববিষয়ক, ধর্মবিষয়ক, নীতিবিষয়ক, প্রশস্তিমূলক এবং বিবিধ। বিভিন্ন ছন্দে বিচিত্র বিষয় নিয়ে কাব্য রচনার প্রয়াস পেয়েছেন কবি-সমালোচক হোরেস।

হোরেস ছিলেন ল্যাটিন কবিদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। কাব্যরচনায় একাগ্রনিষ্ঠাই তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান করে দিয়েছিল। সামাজিক বিষয়গুলোকে তিনি এমনভাবে ভাষারূপ দিয়েছেন, যা আর কারও কবিতায় পাওয়া যায় না। তাঁর কবিতায় এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল যা গ্রিক কবিদের ছিল না। আধুনিক কবিদেরও অনেকের নেই। তাঁর রচনা ছিল 'লুসেলিয়াসের শৈথিল্য, ক্যাটুল্লাসের বাহুল্য, প্রোপারটিয়াসের কৃত্রিমতা, ভার্জিলের অতিগম্ভীরতা, ওভিদের আত্মাভিমান, তিবুল্লুর বিষাদ, লুকানের কুরুচি' ইত্যাদি দোষ থেকে মুক্ত।

হোরেসের কোনো কোনো বইয়ের চার শতাধিক সংস্করণ হয়েছিল বলে জানা যায়।